দৈনিক সংবাদ

তারিখ 28 SEP 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৮

দেশের শিক্ষাব্যবস্থা

এবারে রেকর্ডসংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভাল ফলাফল করে পাস করেও একটি ভাল কলেজে ভর্তি হতে পারবেন, কি পারবেন না তা নিয়ে অহরহ ভাবতে হচ্ছে। দেশের মুষ্টিমেয় ভাল কলেজের ধারণক্ষমতা একেবারে সীমিত। সেখানেও নৈরাজ্য বিরাজ করছে। সরকার থেকে ঘোষণা দেয়া হয়েছে অর্জিত নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে, কিন্তু অনেকেই তাতে রাজি নন। কম টাকায় ফরম বিক্রির কথা থাকলেও বেশি টাকা দিয়ে ফরম কিনতে হচ্ছে। এদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা প্রায় এক লাখ ছাত্রছাত্রী আসনের বা বিভাগের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবেন না বলে জানা গেছে। এই এক লাখ ছাত্রছাত্রীর জন্য তৎক্ষণিক কোন চাকরির ব্যবস্থা নেই। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও ধারণ-ক্ষমতা সীমিত এবং ব্যয়বহুল। তাহলে এসব ছাত্রছাত্রী কোথায় যাবে? কি হবে এদের ভবিষ্যৎ।

প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি বিভাগের ফাইনাল পরীক্ষার ফল দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশ করা হচ্ছে না। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা খুব বেশি নয়। পরীক্ষক খাতা জমা দিচ্ছেন না, তাই ফল প্রকাশ করা যাচ্ছে না। পরীক্ষার্থীদের চাকরির বয়স শেষ হয়ে যাচ্ছে, আর হা হুতাশ করে গ্রহর গুনছে।

ঢাকা তিতুমীর কলেজ থেকে কিছু ছেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রীতিমত রেজিস্ট্রেশন করে রসায়ন বিভাগে সম্মান শেষ বর্ষের পরীক্ষা দিয়েছে। এখন তারা জানতে পেরেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাদেরকে মাস্টার্স শেষ পর্বে ভর্তি করে নেবে না। রসায়ন মাস্টার্স প্রথম বর্ষের কোর্স এবারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে চালু হয়েছে। এদের রেজিস্ট্রেশন যেহেতু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়নি, তাই সেখানেও এদেরকে ভর্তি করা হবে না। তাহলে এদের কি হবে? দেশের একমাত্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি বিভাগে ৪ বছরের সেশন জট চলছে। ছাত্রছাত্রীরা ইচ্ছাকৃত-ভাবেই এই একমাত্র ভাল প্রযুক্তির বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির অনীহা দেখাচ্ছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্য বিভাগের পরীক্ষার ফল দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশ করা হচ্ছে না। জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা দু'বার করে নিয়েও ফল প্রকাশে বিলম্বিত হচ্ছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে এই চরম অব্যবস্থা অভিভাবকদেরকে ভাবিয়ে তুলেছে। ভাল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না পেরে, অনেকে নিম্নমানের কলেজে বা যাদের সামর্থ্য আছে তারা দেশের বেসরকারি ভাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে বা বিদেশে যেয়ে পড়ার ব্যবস্থা চালু রাখার চেষ্টা চালাচ্ছেন- আর যারা পারছেন না তারা দেশেই ড্রপ আউট হয়ে পড়ে থাকছেন। উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে ড্রপ আউটের হার এখনও নিরূপণ করা হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। তবে এর হার বের করা উচিত। কেননা অন্যান্য মৌলিক চাহিদার ন্যায় শিক্ষাও একটা মৌলিক চাহিদা- সেটা পূরণ করাও আমাদের সকলের দায়িত্ব।

মাহবুবুল হক চৌধুরী
১৫৩, লেক সার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা